স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

বাড়ি-৬২/৭, শান্তিনগর, ঢাকা-১২৭

স্কুল হ্যান্ডবুক

১) ভর্তি, বেতন ও টি.সি. বিষয়ক:

1. স্কুলে ভর্তি ফি ১০,০০০ টাকা (যা শুধুমাত্র একবার দিতে হয়)। তবে কোন কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে টি.সি. নিয়ে অন্য স্কুলে যাওয়ার পর পুনরায় এস.সি.ডি-তে ভর্তি হতে চাইলে, ভর্তি ফি (১০,০০০ টাকা) দিয়ে পুনরায় ভর্তি হতে হবে।
2. স্কুলের বাৎসরিক ফি ৬০০০ টাকা, যা প্রতি বছর (নতুন শিক্ষাবর্ষে) পরিশোধ করতে হয়।
3. স্কুল থেকে ঘোষণাকৃত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্তি ফি / সেশন ফি জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হয়। পুরাতন শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে না পারলে পরবর্তিতে যদি নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে আসন পূরণ করে ফেলে সেক্ষেত্রে পুরাতন শিক্ষার্থীকে অপেক্ষমান তালিকায় (Waiting list) রাখা হয়।
4. নার্সারি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের মাসিক ফি ৩,৫০০ টাকা এবং ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের মাসিক ফি ৪,৫০০ টাকা।
5. প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পূর্বে (স্কুল থেকে ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) নির্ধারিত পরীক্ষার ফি (৫০০ টাকা) জমা দিয়ে "প্রবেশপত্র" সংগ্রহ করতে হয়। উল্লেখ্য, উক্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময় পূর্বের সকল বকেয়া স্কুল ফি, ভর্তি ফি ইত্যাদি পরিশোধ করতে হয়। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।
6. প্রতি মাসের ৮ তারিখের মধ্যে স্কুল ফি পরিশোধ করতে হবে।
7. নভেম্বর-এর বেতনের সাথে ডিসেম্বর-এর বেতনসহ সর্বমোট দুই মাসের বেতন একসাথে পরিশোধ করতে হবে।

৪. স্কুলের নিয়ম-নীতি ভঙ্গের কারণে স্কুল থেকে কোন শিক্ষার্থীকে টি.সি দেওয়া হলে অথবা সঙ্গত কোন কারণ (যেমন চাকুরীক্ষেত্রে অভিভাবকের বদলী ইত্যাদি) ছাড়া কোন শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে অন্যত্র নিয়ে গেলে, তাকে কোন অবস্থাতেই পুনরায় স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় না। যে কোনো কারণে স্কুল ত্যাগ করলে পরিশোধিত ভর্তি ফি, সেশন ফি, মাসিক ফি ইত্যাদি ফেরত দেওয়া হয় না।

২) স্কুল ড্রেস, টিফিন ও শিক্ষা উপকরন

1. শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরে স্কুলে আসবে। নির্ধারিত ইউনিফর্ম ব্যতিত স্কুলে আসলে (স্কুল চলাকালীন সময়ে) ক্লাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
2. শিক্ষার্থীদের অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কুল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হবে। অন্যথায় স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
3. স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী দিন অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করে আবেদনপত্র ক্লাস টিচারের কাছে জমা দিতে হয়। আবেদনপত্রে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি বাবা / মা / অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।
4. স্কুল থেকে প্রতিদিন টিফিন প্রদান করা হয়। বাসা বা বাইরে থেকে টিফিন বা অন্য কোনো খাবার আনা অনুমোদিত নয়।
5. নার্সারি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল নির্ধারিত স্কুল ব্যাগ, টিফিন বক্স, পানির বোতল এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। স্কুল নির্ধারিত উপকরণের বাইরে অন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না।
6. ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পানির বোতল, স্কুল ব্যাগ, পোষাক ইত্যাদি কেনা বা সংগ্রহে সর্বাবস্থায় ছবি এবং বিজাতিয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস বর্জন করবে। শিক্ষা উপকরণ কেনার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন তা প্রয়োজন পূরণের জন্য উপযোগী হয়। খুব দামী/ফ্যান্সি/স্টাইলিশ শিক্ষা উপকরণ সর্বাবস্থায় বর্জণীয়।
7. বিভিন্ন সময়ে কোনো পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই স্কুল ড্রেস, জুতা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা এবং চুল (ছেলেদের জন্য), নখ ইত্যাদি নিয়মিত কাঁটা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।
8. স্কুলে কোন অবস্থাতেই দামী গহনা, মোবাইল, ঘড়ি, কলম, খেলনা ইত্যাদি সামগ্রী আনা যাবে না। সপ্তাহে একবার (যেকোন দিন) স্কুল ব্যাগ চেক করা হয়। স্কুলের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত কোনো ধরনের সামগ্রী ব্যাগে পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৩) শিক্ষক/শিক্ষিকার সাথে অভিভাবকদের সাক্ষাৎ বিষয়ক:

1. বিশেষ কোনো প্রয়োজনে স্কুলের উস্তাজ/উস্তাজাদের সাথে কোনো অভিভাবক দেখা করতে চাইলে অফিসে জানাতে হয়।পরবর্তিতে অফিস থেকে সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দেওয়া হয়। কোনো অবস্থাতেই সরাসরি স্কুলের কোন উস্তাজ/উস্তাজার সাথে স্কুলের বিষয়ে যোগাযোগ করা যাবে না।
2. স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ ব্যতীত স্কুলের বাইরে/ব্যক্তিগতভাবে কোন উস্তাজ/উস্তাজা বা স্টাফ-এর সাথে স্কুল বিষয়ক কোন আলাপ-আলোচনা করা যাবে না। স্কুল সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে উস্তাজ/উস্তাজার ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

৪) স্কুলের সাথে যোগাযোগ:

1. স্কুলের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে সরাসরি স্কুলের অফিস রুমে যোগাযোগ করবেন। অথবা অফিস টাইমের মধ্যে স্কুলের নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে (০১৭৩৩-৪০৮৬৫৯৮, ০১৩০০৫৬০৬৫৭) যোগাযোগ করবেন।
2. নিয়মিত স্কুলের নোটিস বোর্ডে চোখ রাখবেন। স্কুলের সব নোটিস সাধারণত স্কুলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। (www.shantinagar.scdbd.org/notice) এছাড়াও মোবাইলে এস.এম.এস ও ই-মেইলের মাধ্যমেও জরুরী নোটিশসমূহ জানিয়ে দেওয়া হবে।
3. স্কুল সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ/পরামর্শ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির কনভেনারকে সরাসরি জানাতে ই-মেইল করতে পারেন: scd.concerns@gmail.com। এছাড়া স্কুল সম্পর্কে কোনো মুল্যবান বক্তব্য বা মতামত থাকলে তা ব্যক্তি পর্যায়ে আলোচনা বা সমালোচনা না করে নিচ তালায় সংরক্ষিত 'অভিযোগ/পরামর্শ বক্সে' লিখে জমা দিন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে তা দেখা, পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।
4. অভিভাবকগণ অবশ্যই প্রতিদিন শিক্ষার্থীর স্কুল ডায়রি পর্যবেক্ষণ করবেন। স্কুল থেকে কোন নির্দেশনা দেওয়া থাকলে অবশ্যই তার বিপরীতে বাবা-মা/অভিভাবকগণ স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

৫) স্কুল ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাথে আচরন

1. স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতি সবসময় সম্মানসূচক আচরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্কুলে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকারা আমাদেরই দ্বীনি ভাই/বোন। তাদের

সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই তাদের মধ্যে কোন ভুল/ত্রুটি পাওয়া মাত্রই তা নিয়ে জনসমক্ষে বা নিজেদের ভিতর সমালোচনা না করে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো তদন্তসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

৬) টার্ম/সাময়িকী ও সি.টি. (ক্লাস টেস্ট) পরীক্ষা:

1. কেজি থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ২টি টার্ম/সাময়িকী (অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১০ম শ্রেণীর পরীক্ষা অন্যান্য বোর্ড পরীক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে মডেল টেস্ট আকারে নেওয়া হয়।
2. নার্সারিতে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার সাথে নার্সারির প্রথম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা শুরু হয়।
3. নার্সারি ও কেজি'তে কোনো ক্লাস টেস্ট হয় না।
4. বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বমোট নাম্বার নিম্নোক্তভাবে বন্টিত হয়:
    a. **ক্লাস টেস্ট (CT) - ১০%**
    b. **ক্লাস পারফরমেন্স, উপস্থিতি, আদব/আখলাক: ১০%**
    c. **অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক পরীক্ষা - ৮০%**
    d. **বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসের সাথে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ৩০%-৪০% সিলেবাস পুনরায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।**
    e. **প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণমান ১০০তে প্রকাশ করা হয়**
5. প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পূর্বে ১টি করে ক্লাস টেস্ট (CT) অনুষ্ঠিত হয়।
6. ক্লাস টেস্ট (CT) সাধারনত ক্লাসে যতটুকু সিলেবার পড়ানো হয় তার উপর হয়ে থাকে। CT চলাকালীন অন্যান্য সকল ক্লাস স্বাভাবিকভাবেই চলমান থাকে। কোনো ধরনের ছুটি দেওয়া হয় না।
7. সিটি'র নাম্বার যেহেতু অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সাথে যোগ হয়, তাই সিটি'তে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
8. অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা সময়মত দিতে না পারলে পরবর্তিতে তা পুনরায় (Retake) দেওয়া যায় না। একইভাবে সি.টি. পরীক্ষা দিতে না পারলেও তা পুনরায় (Retake) দেওয়া যায় না। তবে বিশেষ কোনো কারন থাকলে তা উল্লেখপূর্বক স্কুল কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করতে হয়। উক্ত আবেদন মঞ্জুর-নামঞ্জুর করার ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।
9. অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার দিন অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হয়।

10. পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর প্রথম ১:০০ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়া যায় না।
11. পরীক্ষায় কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করলে স্কুল থেকে সাময়িক/সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা হতে পারে।

৭) রেজাল্ট বিষয়ক:

1. স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত দিনে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অভিভাবকবৃন্দ নিজ হাতে পরীক্ষার রেজাল্ট গ্রহণ করেন। অভিভাবকের অনুমতি ব্যাতীত শিক্ষার্থীর হাতে রেজাল্ট দেওয়া হয় না।
2. রেজাল্টের দিন ফলাফল বিষয়ক কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নির্ধারিত ফরম-এ লিখিতভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়।
3. প্রতিটি ফলাফল ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই সিটি ও টার্ম পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরীক্ষার খাতা বাসায় নিতে দেওয়া হয় না।
4. পরীক্ষার খাতায় নাম্বার কম/বেশি হওয়া বা খাতা নিরীক্ষা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে তা লিখিতভাবে স্কুল অফিসে জমা দিতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরবর্তিতে প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
5. পরীক্ষার ফলাফল মার্কশিট-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মার্কশীট-এ স্কুলের পক্ষ থেকে মন্তব্য থাকে।
6. স্কুলে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রমোশন কমিটি রয়েছে। যারা শিক্ষার্থীর মেধার বিচারে পরবর্তি বছরে প্রমোশনের বিষয়টি নির্ধারণ করেন। প্রমোশন শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই নির্ভর করে না। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেও সে পরীক্ষায় খারাপ ফল করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রমোশন কমিটি উপযুক্ত মনে করলে উক্ত শিক্ষার্থীকে পরবর্তি শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়। আবার কোন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে প্রান্তিকভাবে পাশ নাম্বার পেলেও প্রমোশন কমিটি উক্ত শিক্ষার্থীকে একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি করাতে পারে। অর্থাৎ, প্রমোশনের ব্যাপারে প্রমোশন কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।
    a. রেজাল্ট শিট-এ "Promotion Decision"-এর ব্যাখ্যা:
        i. *রেজাল্ট শিট-এ যাদের **Promotion Decision** হবে '**Promoted**' বা **Conditionally Promoted**', তারা পরবর্তী শ্রেণিতে সরাসরি অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।*
        ii. *রেজাল্ট শিট-এ যাদের **Promotion Decision** হবে **Withheld**"', তারা প্রিন্সিপাল উস্তাজ-এর সাথে দেখা করবেন। প্রিন্সিপাল উস্তাজ-এর*

*সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে এই **'Withheld'** স্ট্যাটাস-এর শিক্ষার্থীরা **Promoted'/'Not promoted'** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।*

iii. *রেজাল্ট শিট-এ যাদের **Promotion Decision** হবে **"Not promoted"** তারা একই শ্রেণিতে পুনরায় অধ্যয়ন করবে।*

৮) প্যারেন্টস মিটিং:

1. প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পূর্বে একটি 'প্যারেন্টস মিটিং' অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে প্যারেন্টস মিটিং-এ অভিভাবকদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
2. প্রতিটি প্যারেন্টস মিটিং-এ সাধারণত স্কুলের কনভেনার, প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল ও ক্লাস টিচার উপস্থিত থেকে অভিভাবকের সাথে আলাদাভাবে (One-to-One) মিটিং করেন। প্যারেন্টস মিটিং-এ একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাই উক্ত মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী। প্যারেন্টস মিটিং-এ অভিভাবকদের উপস্থিতি স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে যে কোন বিষয়ে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় আনা হয়।

৯) অন্যান্য বিষয়:

1. স্কুলের সম্পদ শিক্ষার্থীদের কাছে আমানত। তাই এই আমানতের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা স্কুলের কোন সম্পদ নষ্ট হলে তার পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
2. ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা পর্দার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে।
3. অভিভাবকবৃন্দ স্কুলে কর্মরত যেকোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রাইভেট পড়ানোর সহায়তা নিতে চাইলে তা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

মা আসসালামা,
অধ্যক্ষ
এস.সি.ডি

* এই স্কুল হ্যান্ডবুকের উল্লেখিত নিয়মাবলি প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন/পরিবর্ধন হতে পারে।